06-02-2017

Enclosed is the news item clipping of the Ei Samay, a Bengali daily dated 2nd February, 2017, the news is captioned "তেহট্ট হাইস্কুলে বন্ধ সরস্বতী পুজো, গোটা এলাকা পুলিশ-র‍্যাফে ছয়লাপ "

The Principal Secretary, School Education Department, Govt. of West Bengal is directed to submit detailed report in this regard by 08-03-2017.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl : News Item dt.02-02-2017

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

তেহট্ট হাইস্কুলে বন্ধ সরস্বতী পুজো, গোটা এলাকা পুলিশ-র‍্যাফে ছয়লাপ

এই সময়, উলুবেড়িয়া: তেহট্ট হাই স্কুলে শেষ পর্যন্ত সরস্বতী পুজো করতেই দিল না প্রশাসন। যে ভুইঁয়া পাড়ায় রথের জমিতে ওই হাইস্কুল, সেখান দিয়ে বুধবার ছাত্ররা স্কুলে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু স্কুল থেকে শ'তিনেক মিটার দূরে তাদের আটকে দেয় প্রশাসন। স্কুলের সামনে তো বটেই, স্কুল সংলগ্ন যেখানে রথ রাখা থাকে, সেখানেও পুলিশ মোতায়েন ছিল। রাস্তা দিয়ে কাউকে যেতেই দেয়নি পুলিশ। খলিসানি, পাঁচলা ও বালীবন থেকে তেহট্ট যাওয়ার সব কটি রাস্তায় পুলিশ মোতায়েন ছিল। সারাদিন টহল দিয়েছে র‍্যাফ। অপরিচিত কাউকে দেখলে নাম পরিচয় যাচাই করছে পুলিশ।

১৯৫২ সাল থেকে চলা সরস্বতী পুজো না হওয়ায় ভেঙে পড়েছে ছাত্রছাত্রীরা। স্কুলে ভর্তি হওয়া থেকে যারা স্কুলেই পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে এসেছে, তারা বাবা হয়ে অন্যত্র অঞ্জলি দিয়েছে এ বছর। নবম শ্রেণির ছাত্র বেবলাস মণ্ডল বলে, 'প্রতি বছর সরস্বতী পুজোর সময় স্কুলে আনন্দ করতাম। এ বছর স্কুলে সরস্বতী পুজো না হওয়ায় অঞ্জলি দিয়েছি পাশের একটি ক্লাবে।' সাধারণত নবম ও একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরাই স্কুলে সরস্বতী পুজোর আয়োজন করে। স্বাভাবিক কারণেই, পুরো স্কুল জীবনে তারা আর এই সুযোগ পাবে না। একাদশ শ্রেণির ছাত্রী সুপর্ণা পাল বলে, 'স্কুলে সরস্বতী পুজো হচ্ছে না শুনে কান্না পাচ্ছে। এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করে থাকি। পুজোর দিন কে ফল কাটবে, আগের দিন কান্না ঠাকুর আনাতে যাবে, বিসর্জনের সময়ে কারা থাকবে তা নিয়ে আলোচনা চলে, কখনও ঝগড়া পর্যন্ত বেঁধে যায়। এ বার খুব কষ্ট পাচ্ছি।' প্রাথমিকের পাঠ শেষ করে এ বছরই তেহট্ট হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে তৃষা বাগ। স্কুলে সরস্বতী পুজো না হওয়ায় তারও মন খারাপ।

স্কুলে সরস্বতী প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে ছাত্রছাত্রীরা। (মাঝে) স্কুলের বাইরে পুলিশের টহল, শুনশান রাস্তাঘাট। (ডান দিকে) রাস্তায় টহল র‍্যাফের — রাকিব ইকবাল

ওই স্কুলের কয়েকজন ছাত্রকে সামনে রেখে নবি দিবস পালন করতে চেয়েছিল একদল লোক। এমনকি স্কুলে নবি দিবস পালন করতে না দিলে সরস্বতী পুজো বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছিল। সেই হুমকি সত্যি হওয়ায় গ্রামে অশান্তির আঁচ। স্কুলের কাছেই থাকে জিকারিয়া মণ্ডল। সে বলে, 'বাড়ির কাছেই স্কুল, সেখানে রোজ রোজ অশান্তি ভালো লাগে না।'

স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পুজো করার দাবিতে মঙ্গলবার পথ অবরোধ করলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে, কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। অভিযোগ, পুলিশ ইট পর্যন্ত ছোড়ে। পুলিশের ইটের ঘায়ে আহত হয় এক স্কুলছাত্রী। সেই ঘটনায় পুলিশ ১৪ জনকে আটক করেছিল, তার মধ্যে তিন জনকে মঙ্গলবার রাতেই ছেড়ে দেয়, বাকি ১১ জনের ১৪ দিনের জেল হেফাজত হয়েছে। বিজেপি জেলা সভাপতি (হাওড়া গ্রামীণ) অনুপম মল্লিক বলেন, 'আমাদের দলের সমর্থকদের গ্রেপ্তার করে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।'

তেহট্ট হাইস্কুল লাগোয়া বাসুদেবপুর গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান বীলেশ্বর পাঁজার বাড়িতে মঙ্গলবার গভীর রাতে হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বীলেশ্বরের অভিযোগ, বিজেপি সমর্থক বলে পরিচিত গুলিরাম পাঁজা রাত এগারোটা নাগাদ তাঁর বাড়িতে চড়াও হয়ে, শাবল দিয়ে দরজায় আঘাত করেছে। বুধবার তিনি বলেন, 'গুলিরাম আমার বাড়ির দরজায় শাবল দিয়ে মেরেছে। আমি ও আমার স্ত্রী বার হইনি। গুলিরাম বলছিল, আমার জন্যই নাকি স্কুলে সরস্বতী পুজো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে বলেছে।' গুলিরামকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বিজেপির হাওড়া জেলা সম্পাদক (গ্রামীণ) প্রদ্যুম্ন মণ্ডল বলেন, 'শুধু গুলিরাম নয়, আমাদের অনেক কর্মীকেই মিথ্যা মামলায় ফাঁসাচ্ছে শাসকদল।'